জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – ফেব্রুয়ারি/০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ভারত-পাকিস্তানের 'ফ্রেন্ডশিপ এক্সপ্রেস' ট্রেনে সন্ত্রাসী হামলায় বান কি মুনের নিন্দা
* বার্ড ফ্লু: জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা জানায় টিকা উৎপাদনে 'উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি'র কথা
* তরুণ প্রজন্মকে আর অবহেলা করা উচিত নয়-জাতিসংঘ গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা
* জাতিসংঘের ইন্টারনেট শাসন ফোরামের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি

ভারত-পাকিস্তানের 'ফ্রেন্ডশিপ এক্সপ্রেস' ট্রেনে সন্ত্রাসী হামলায় বান কি মুনের নিন্দা

১৯ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন দিলি- লাহোরের মধ্যকার 'ফ্রেন্ডশিপ এক্সপ্রেস' ট্রেনে সন্ত্রাসবাদী বোমা হামলায় তীব্র নিন্দা জানান। এ হামলায় ৬৭ জন নিহত ও প্রায় ২০ জন আহত হয়।

বান কি মুনের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, কোনভাবেই এই পৈশাচিক অপরাধকে মেনে নেয়া যায় না এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

এ 'বর্বর' বোমা হামলায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে জনাব বান তার বিবৃতিতে এ হামলার শিকার নিরপরাধ ব্যক্তিদের পরিবার এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মুখপাত্র বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সংলাপ অব্যাহত রাখতে তাদের অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করায় মহাসচিব সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মুখপাত্র আরো জানান, সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করতে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় এ ঘটনায় যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তাতে তিনি উৎসাহিতবোধ করছেন।

বার্ড ফ্লু: জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা জানায় টিকা উৎপাদনে 'উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি'র কথা

১৬ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা আজ মানব বার্ড ফ্লু'র বিরুদ্ধে টিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে 'উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি'র কথা জানিয়েছে। তবে সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়ে বলে বিশ্ব এখনও সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা অর্জন করেনি। এ ধরনের মহামারীকে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে।

সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ বিশ্ব সংস্থার (ডাবি-উএইচও) সদরদপ্তরে গত দু'দিন ধরে বিশেষজ্ঞরা বৈঠক করছেন। ১০টি দেশ থেকে ১৬টি টিকা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এইচ ফাইভ এন ওয়ান ভাইরাস সংক্রান্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী প্রতিরোধে টিকা প্রস্তুত করছে এবং এদের মধ্যে ৫টি প্রতিষ্ঠান বার্ড ফ্লু এর অন্যান্য প্রজাতি যেমন: এইচ নাইন এন ওয়ান, এইচ ফাইভ এন টু, এবং এইচ ফাইভ এন থ্রি এর ব্যাপারেও মনোনীত করছে।

হু এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় এই প্রথমবারের মত বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত এইচ ফাইভ এন ওয়ান ভাইরাসের বিরুদ্ধে নতুন আবিস্কৃত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারছে।

হু আরো জানায়, কিছু কিছু টিকার ক্ষেত্রে অল্পমাত্রার এন্টিজেনেই কাজ হচ্ছে। এর অর্থ মহামারী দেখা দিলে উলে-খযোগ্য পরিমাণ টিকা সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

তবে এটি সতর্ক করে দিয়ে বলে যে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্ব এখনও মহমারী ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকার সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা অর্জন করেনি। বর্তমানে বিশ্বের প্রতি বছর ৪৫ কোটিরও কম মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে।

এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টিকার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হু গতবছর বিশ্ব ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনার আওতায় আগামী দশ বছরে ১০০০০ কোটি ডলার ব্যয় করা হবে। এই কর্মপরিকল্পনার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা যাতে নিজস্ব ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা উৎপাদন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর ফলে তারা ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে টেকসই ও নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার লাভ করবে।

হু বর্তমানে এইচ ফাইভ এন ওয়ানে আক্রান্ত উন্নয়নশীল দেশের বেশ কয়েকটি টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে যাতে ঐসব দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা উৎপাদন সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ২৭৩টি নিশ্চিত মানব সংক্রমণের ঘটনা জানা গেছে। এগুলোর মধ্যে ১৬৭টি ছিল গুরুতর। এগুলোর বেশিরভাগই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ঘটেছে। ইন্দোনেশিয়ার মৃতের হার সবচেয়ে বেশি। সেখানে ৮১ জনের মধ্যে ৬৩ জন মারা যায়। মানব থেকে মানবে আরো সহজে সংক্রমিত হতে পারে রোগটির এমন যেকোন ধরনের ক্ষমতা অর্জনের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেছে রোগাক্রান্ত পাখির সংস্পর্শে আসার ফলে মানুষের মধ্যে এ রোগের সংক্রমন ঘটেছে।

'স্প্যানিশ ফ্লু' নামক মহামারীতে ১৯১৮-১৯২০ সালের মধ্যে প্রায় ২ থেকে ৪ কোটি মানুষ মারা যায়। বর্তমান মহামারীর ফলে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে বা এ রোগ প্রতিরোধে মেরে ফেলার কারণে প্রায় ২ কোটিরও বেশি হাঁস-মুরগি মারা যায়।

বর্তমানে ৪০টির বেশি প্রতিষেধক টিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে বা সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই স্বাস্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ওপর পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিছু কোম্পানি প্রাপ্তবয়স্কের ওপর ওষুধের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশে-ষণ সম্পন্ন করার পর বৃদ্ধ ও শিশুদের ওপর পরীক্ষার কাজ শুরু করেছে। পরীক্ষিত সব প্রতিষেধকই সব বয়সের পক্ষে নিরাপদ ও সহনশীল।

সারা বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আঞ্চলিক গণস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, ওষুধ প্রস্তুত শিল্প এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থেকে ১০০ জনের বেশি ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা বিশেষজ্ঞ জেনেভা সম্মেলনে যোগদান করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী ভাইরাসের টিকার তৈরির অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে একমত হবার জন্য মাত্র দু'বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মত হু বৈঠকের আয়োজন করল।

তরুণ প্রজন্মকে আর অবহেলা করা উচিত নয়-জাতিসংঘ গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা

১৫ ফেব্রুয়ারি- বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর তরুণদের ক্রমবর্ধমান সমস্যা হ্রাসে, যা অনেক ক্ষেত্রেই নীতি নির্ধারকদের দ্বারা অবহেলিত হয়, নতুন উন্নয়ন কর্মসূচি আবশ্যক। রোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের এক বৈঠকে বিশেষজ্ঞ এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিশ্বের অনেক দরিদ্রতম দেশের বিশেষত আফ্রিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই তরুণ। তথাপি দারিদ্র্য বিমোচন স্কিমে একটি সামাজিক শ্রেণী হিসেবে তারা অবহেলিত হয়ে আসছে। বুধবারের গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় আলোচকবৃন্দ এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

কিছু বিশেষজ্ঞের মতে গত ত্রিশ বছরের উন্নয়ন নীতিমালায় শহরের প্রভাবের ফলে অবকাঠামো ও বিনিয়োগের অভাবে গ্রামীণ অঞ্চলগুলোর বাজার অর্থনীতিতে অগ্রগতি অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে।

দরিদ্র গ্রামাঞ্চলে, যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, তরুণরা দ্রুত সাবালকত্ব অর্জন করে। ফলে তাদের শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য ও দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের চাহিদা পুরণ করা প্রয়োজন।

বিশেষত কৃষি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। গ্রামের তরুণদের স্কুলে যাবার সুযোগ কম। তাছাড়া তারা স্কুলে মানসম্মত শিক্ষাও পায় না।

আজ আই.এফ.এ.ডি'র অন্য আরেকটি বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা 'মুল্য চক্রে' গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। অর্থাৎ তাদেরকে দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান যাতে তারা বৃহৎ শক্তিশালী খুচরা বিক্রেতা গোষ্ঠীর সাথে আরো ভালভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা সফল নাও হতে পারে।

কলাম্বিয়ার মত দেশগুলোতে এ ধরনের পদক্ষেপ সফল হয়েছে। যেখানে কৃষকেরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে তাদের পণ্যের ক্ষেত্রে নতুনত্ব না আনতে পারলে ও পণ্যের জন্য নতুন নতুন বাজার না খুঁজলে তারা টিকে থাকতে পারবে না।

তারা নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং উপলব্ধি করতে পারছে যে তাদের নিজেদের পরিবর্তন পুরো ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে।

উত্তর কোরিয়ার পরমানু কর্মসুচি সংক্রান্ত চুক্তিকে জাতিসংঘ পরমানু সংস্থা প্রধানের অভিনন্দন

১৪ ফেব্রুয়ারি- পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান জাতিসংঘ কর্মকর্তা উত্তর কোরিয়ার সাথে চুক্তি সম্পাদনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন পরমানু অস্ত্রমুক্ত কোরিয় উপদ্বীপ প্রতিষ্ঠার পথে এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ।
জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক পরমানু শক্তি সংস্থার (আই.এ.ই.এ.)মহাপরিচালক মোহাম্মদ এল বারাদি বলেন, তিনি আশা করছেন তার সংস্থা পরিচালনা পরিষদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী নজরদারি ও সত্যতা যাচাই সেবা প্রদান করবে। গতকাল বেইজিংয়ে ছয় পক্ষীয় আলোচনায় এ চুক্তি সম্পাদন হয়। দক্ষিণ কোরিয়া,চীন,জাপান,উত্তর কোরিয়া,রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে বেইজিংয়ে বিচ্ছিন্নভাবে এই আলোচনা অব্যাহত ছিল তবে তা কোরিয় উপদ্বীপের পরমানু অস্ত্র প্রতিরোধে এতদিন পর্যন্ত কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি।উত্তর কোরিয়া অক্টোবর মাসে প্রথম প্রকাশ্যে পরমানু পরীক্ষা চালায়। এরপর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

গতকাল জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন পরমানু অস্ত্রমুক্ত কোরিয় উপদ্বীপ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ চুক্তি সম্পাদনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এর বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানের ইতিবাচক অগ্রগতি যাতে অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

জাতিসংঘের ইন্টারনেট শাসন ফোরামের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি

১৩ফেব্রুয়ারি- সরকার, সুশীল সমাজ, ও বেসরকারি খাতসহ সকল আগ্রহী পক্ষের এ বছরের শেষে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত ইন্টারনেট শাসন ফোরামের দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া উচিত। আজ জেনেভায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

বৈঠকের প্রায় ২০০ অংশগ্রহণকারীর অধিকাংশই যত দ্রুত সম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করার আহ্বান জানান যাতে নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য রিও ডি জেনেরিওর ফোরাম সভায় তা উপস্থাপন করা যায়। গত বছর এথেন্সে অনুষ্ঠিত ফোরামের উদ্বোধনী বৈঠকটি সম্পর্কেও তারা পর্যালোচনা করেন।

বৈঠকের সভাপতি ও ইন্টারনেট শাসন বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা নিতিন দেশাই বলেন, এ মুক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হল এথেন্স বৈঠকের ফলাফল ও তা আমাদের প্রত্যাশাকে কতটা পুরণ করেছে তা যাচাই করা ও তা মহাসচিবের নিকট পেশ করা।

২০০৪ সালে তথ্য সমাজের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ইন্টারনেট শাসন বিষয়ে নীতি নির্ধারণী আলোচনা চালিয়ে যেতে এই ফোরাম প্রতিষ্ঠা করে। কেবল সরকার নয়, বরং বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ, ব্যক্তিখাত ও ইন্টারনেট কম্যুনিটির সদস্য সবাইকে একত্রিত করতে এ ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আজকের বৈঠক চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা ফোরামের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রদান করেন।এটি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও নীতিমালা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করবে না কি তথ্য, ধ্যানধারণা ও সর্বোত্তম রীতিনীতি আদান-প্রদানের জন্য একটি প-্যাটফর্ম হিসেবে ভালো কাজ করবে সে সম্পর্কে তারা মতামত দেন।

জনাব দেশাই বলেন, এটি...অবশ্যই একটি নির্বাহী প্রক্রিয়া নয়,এটি এমনকি একটি দরকষাকষির প্রক্রিয়া নয়।তবে এর অবশ্যই একটি কাঠামো,একটি ফরমেট ও একটি ফলাফল থাকতে হবে যা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকৃত সুফল বয়ে আনতে প্রভাব রাখতে সক্ষম।
জনাব দেশাই বলেন ফোরামকে মৌলিক ইন্টারনেট সংক্রান্ত প্রশ্নসহ নীতি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতে হবে।এ ব্যাপারে এখানে নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়,কেননা এটা দরকষাকষির ফোরাম নয়,তবে আমি যতটুকু বুঝতে পারি এটা আলোচনার বাইরে নয়। কোন কিছুই আলোচনার বাইরে নয়।

রিও ডি জেনেরিওর অধিবেশনের প্রস্তুতির জন্য মে মাসে ফোরাম পুনরায় মিলিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০০৮সালে ভারতে ও ২০০9 সালে মিশরে এ ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

গতবছর এথেন্সে অনুষ্ঠিত ফোরামের বৈঠকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ইন্টারনেট সুবিধা লাভের সুযোগ, বহুভাষাভাষিত্ব, সাইবার অপরাধ ও আরো বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়। চারদিনের এই বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল বাজারের শক্তিগুলোর/নির্ধারকগুলোর ওপর নির্ভরতা ও ইন্টারনেটের ‘জন কল্যাণমুলক’ দিকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব।

* ** *